142

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 APR 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা

সাজ্জাদ হোসেন

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক বলতে আমরা এমন একজন শিক্ষককে বুঝব যিনি কোন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সরকারী কিংবা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরূপে কর্মরত। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের বিনিময়ে তিনি নির্দিষ্ট একটি পারিশ্রমিক লাভ করেন। এটাই তাঁর একমাত্র বৈধ আয়ের উৎস।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। অথচ দেশের বেশির ভাগ শিক্ষকের কাছেই এটা ইদানিং একটি গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্র হলো শ্রেণীকক্ষ। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং পাঠ আদায় করাই তাঁর প্রধান কাজ। প্রতিটি বিষয়ের পড়া শ্রেণীকক্ষের সব শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিয়ে তা আবার আদায় করা একজন শিক্ষকের অবশ্যই কর্তব্য। এ কাজে যদি তিনি অবহেলা করেন তবে তিনি অপরাধী বলে গণ্য হতে পারেন। কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত এবং একজন শিক্ষকের কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ আশা করা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। অথচ বেশির ভাগ শিক্ষকই বর্তমানে সততা ছেড়ে অসৎ পথে চলেছেন এ কথা বললে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না মোটেই। শিক্ষকরা এখন শ্রেণীকক্ষের পাঠকে তাঁদের ড্রইং রুমে নিয়ে যেতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠ শিক্ষাদানকে তাঁরা খুবই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। একজন শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যে বেতন নেন সেটাকে এখন বেতন না বলে "উপরি আয়" বলাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। তাঁদের আয়ের সিংহভাগই আসে গৃহশিক্ষকতা থেকে।

বাংলাদেশে এমন একজন শিক্ষক খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন কাজ হবে যিনি গৃহশিক্ষকতার সাথে জড়িত নন। প্রতিটি শিক্ষকই এখন বাড়িতে পড়ান। এটা এখন এতটাই লাভজনক যে শিক্ষকরা এখন শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট পণ্য মনে করেন। তাঁরা এ পণ্যের দোকান সাজিয়ে বসেন নিজ নিজ গৃহে। ঝুলিয়ে দেন সাইনবোর্ড।

স্কুল-কলেজে বর্তমানে [illegible] শিক্ষার্থীকে কিছুই শেখানো হয় না। প্রতিযোগিতামূলক এ বিশ্বে বেঁচে থাকতে হলে চাই ভাল একটি পেশা। [illegible] প্রয়োজন ভাল সার্টিফিকেট। [illegible] তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের কোন মূল্যায়নই করা হয় না। দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের অবস্থাও তথৈবচ। সুতরাং প্রথম বিভাগ পাওয়া একটি সার্টিফিকেট সকলেই কামনা করে। কিন্তু স্কুল-কলেজে তো কিছুই শিখানো হয় না। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিকল্প উপায় খুঁজে বেড়ান। উপায়টি খুবই সহজ এবং সুন্দর। সেটা হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের গৃহে গিয়ে পাঠ গ্রহণ। এটি এখন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অতি সাধারণ চিত্র। ডাল-ভাত যেন। একজন অভিভাবক চান তাঁর ছেলে বা মেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করুক। এটা সকলেরই কাম্য। [illegible] প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। প্রথমে মাধ্যমিক স্তরের কথাই বলা যাক।

মাধ্যমিক পর্যায়ের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ইংরেজী এবং গণিতে দারুণ কাঁচা। এ বিষয় দুটো তাদের কাছে জুজুর ভয়ের মতো লাগে। অনেক শিক্ষার্থী[illegible] শোনা যায় গণিত আর ইংরেজীতে পাস করতে পারলেই বেঁচে যাই। এহেন অবস্থার জন্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা দায়ী কারণ গণিতের শিক্ষকরা ক্লাসে গণিত শিখান না। ইংরেজীর শিক্ষকরা ক্লাসে ইংরেজী পড়ান না। শিক্ষার্থীদেরকে প্রাইভেট পড়ার পরামর্শ দেন। এ সৎ পরামর্শ শুনে তারা বেশি নম্বরের প্রত্যাশায় ঐ শিক্ষকের বাসায় প্রাইভেট পড়তে যেতে বাধ্য হয়। একজন শিক্ষক ১০/১৫জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে ব্যাচ গঠন করে বাসায় পড়ান। জনপ্রতি ৩০০ থেকে চারশত টাকা [illegible] করেন। সপ্তাহে পড়ানো হয় ৩ থেকে ৪ দিন। প্রতিদিন ১ থেকে দেড় ঘণ্টা, এতে প্রতি ব্যাচে একজন শিক্ষকের আয় হয় ৪৫০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকা। একজন শিক্ষকের আবার অনেকগুলো ব্যাচ থাকে। অর্থাৎ বুঝতে কষ্ট হয় না যে একজন শিক্ষকের মাসিক আয় কম করে হলেও ২০,০০০ টাকা। গৃহশিক্ষকতা যে কত বড় ব্যবসা তার সামান্য পরিচয় এতে পাওয়া যায়।